দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 29.MAR.2009
পৃ.. ১ কলাম.....৮

পুরনো ঢাকার ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়গুলোর সেকাল-একাল ৩

নারী শিক্ষার ঐতিহ্য বহন করছে বাংলাবাজার বালিকা বিদ্যালয়

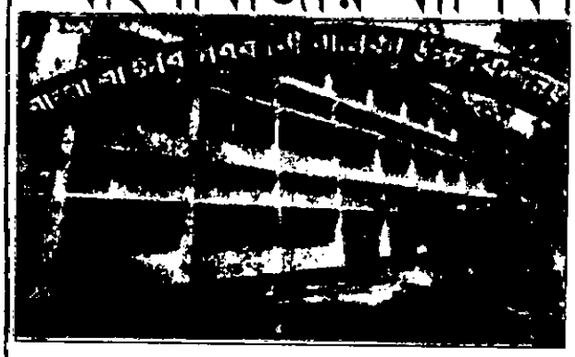

ওমর ফারুক

পুরনো ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্ক ও সদরঘাট সংলগ্ন বাংলাবাজারের কেন্দ্রস্থল জনসন রোডে বাংলাবাজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টি অবস্থিত। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যায়ের পূর্ব-দক্ষিণ পার্শে অবস্থিত এ বিদ্যালয়টি প্রাচীনতম বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অন্যতম। ১৯৫১ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের আমলে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫১ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত জরাজীর্ণ পুরানো দালানে পৃঃ ৫ কঃ ১

বাংলাবাজার বালিকা বিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্কুলটির শিক্ষা কার্যক্রম চলে। পরে ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিদ্যালয়ের জন্য কেনা জমিতে সরকারী অর্থায়নে নতুন স্কুল ভবনের নির্মাণকাজ শেষ করা হয়। পরবর্তীতে গড়ে তোলা হয় তিনতলা ভবন। এ নিয়ে স্কুলের দুটি তিনতলা ভবন ছাড়াও রয়েছে প্রধান শিক্ষিকার বাসস্থান, ব্যায়ামাগার, টিফিনের জন্য রান্নাঘর, এবং অভ্যান্তরীন খেলাধুলার জন্য রয়েছে একটি খেলাধুলার কক্ষ। স্কুলে বর্তমান শিক্ষক রয়েছেন ৫২ জন্। ১১ জন কর্মচারী আর অফিস ষ্টাফ রয়েছে তিনজন।

স্কুলটি নারী শিক্ষার অনেক ঐতিহ্য বহন করলেও তা অনেকটা সাধারণ মানুষের কাছে অজানা। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে মেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা তেমন ছিল না বললেই চলে। খ্রিষ্টান মিশনারিদের উদ্যোগে বাংলার তৎকালীন লেফটেনেন্ট গর্ভনর স্যার এশলী-ইডেননের নামানুসারে প্রথম মেয়েদের স্কুল ঢাকার লক্ষীবাজারে স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়টির নাম দেয়া হয়েছিল ইডেন গার্লস হাই স্কুল। সে স্কুলের সৌভাগ্য কেবলমাত্র হাতেগোনা অভিজাত শ্রেণীও সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মুষ্টিময় কয়েকজন ভাগ্যবতী মেয়েদের। মধ্যবর্তী ও নিম্নবিত্তদের সে স্কুলে পড়া ছিল শুধুই স্বপ্ন। বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী রাজনীতি পূর্ববঙ্গের মানুষদের মধ্যে অনেক প্রভাব ফেলে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দেলন শুরু হয়ে এদেশের মানুষ নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়। সে সময় ঢাকার অনুশীলন সামিতি ও যুগান্তর সমিতির কর্মীরা স্থানীয়ভাবে মেয়েদের অভাব অনুভব করে। তাদের মধ্যে ছিল হেমঘেষ। তারই সহকর্মী লীলানাগ পরবর্তীতে যার নাম হয় লীলা রায়। তিনিই প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করেন। এমনকি স্বদেশী আন্দোলনের সহায়তায় স্কুলটি তৈরী করেন। এর মধ্যে দীপালী-১ ও দীপালী-২ স্কুলটিই বর্তমানে বাংলাবাজার সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত এ স্কুলের অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীদের সমাজের বিভিন্ন স্তরে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন এদের অনেকের নাম স্কুল কর্তৃপক্ষের জানা নেই। এ বিষয়ে আলাপ করা হলে প্রধান শিক্ষয়িত্রী বলেন, আমরা প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটা পুনর্মিলনী করব। আশাকরি এতে প্রাক্তনদের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। আর আমার জানা মতে ব্যারিষ্টার রাবেয়া ভূঁইয়া, শিল্পী ফেরদৌসী রহমান, শাহনাজ রহমত উল্লাহ প্রমুখ মেধাবীরা এখানের শিক্ষার্থী ছিলেন।

বিদ্যালয়টিতে প্রভাতী ও দিবা দুটি শাখা রয়েছে। প্রভাতী শাখায় ১ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী এবং দিবা শাখায় ৪র্থ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়। ঘনবসতিপূর্ণ পুরনো ঢাকার এ স্কুলটি নারী শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। গতবছর এ স্কুলে এসএসসি পরীক্ষায় পাস করেছে শতকরা ৯৪ শতাংশ। এ+ পেয়েছে মোট ২৯ জন। ২০০৭ সালে এ+ পেয়েছে মাত্র ৯ জন। শতকরা পাসের হার ছিল ৯১ শতাংশ। ২০০৬ সালে শতকরা পাসের হার আরো কম, মাত্র ৮৫ শতাংশে। তবে এ+ পেয়েছে ৯ জন। এ স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা রওশন আরা আক্তার ফলাফল সম্পর্কে ইনকিলাবকে বলেন, আমি এখানে নতুন এসেছি। আমার সাধ্য অনুযায়ী আমি চেষ্টা করছি। আশা করি এবারের ফলাফল ভালো হবে। তবে এ স্কুলটির প্রবেশদ্বারে রয়েছে ম্যানহোল আর গেটের আশপাশ দখল করেছে নিয়েছে হকাররা। ঢুকতেই যে কারো চোখে পড়বে। স্কুলের ছাত্রীদের প্রবেশে এ নিয়ে বিড়ম্বনা পোহাতে দেখা যায় প্রতিদিনই। তাছাড়া স্কুলের অভিভাবিকা সেডও নেই। বর্তমানে এসএসসি পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে অভিভাবকরা পত্রিকা বিছিয়ে রাস্তায় সন্তানদের জন্য অপেক্ষা করতে দেখা গেছে।